R. N. No. 2532/57 Phone No RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৯০ সাল
১২ই অক্টোবর, ১৯৮৩ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৪৲

বৃষ্টি, লোডসেডিং এবং অন্নাভাবে মহাপূজা নিরানন্দময়

বিশেষ সংবাদদাতা : অঝোরে বর্ষণ। ব্যাপক লোডসেডিং। গ্রামে গ্রামে তীব্র দারিদ্র্য। খাদ্য সামগ্রীর দাম আকাশ ছোঁয়া। রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রঘুনাথগঞ্জের জমিদার বাড়ীসহ বহু বাড়ী ভেঙ্গে পড়েছে। এই অবস্থায় মহাপূজা তাই জলুষহীন এবং নিরানন্দময়। কাল মহাসপ্তমী। মহাপূজার শুরু। আজ মণ্ডপে মণ্ডপে ষষ্ঠি পূজার প্রস্তুতি। শহরের মণ্ডপগুলি সাজানো হলেও গ্রামের পূজা মণ্ডপগুলিতে এবারে তেমন কোন উৎসবের আমেজ নেই। প্রায় সমস্ত গ্রামেই মানুষজন পড়েছেন আর্থিক সঙ্কটে। হাজার হাজার মানুষের খাটনি নেই। ফলে বহু পরিবারকেই দিন কাটাতে হচ্ছে অনাহার এবং অর্দ্ধাহারে। চালের কিলো ৪ টাকা ছাড়িয়েছে। জঙ্গিপুরের রেশন ব্যবস্থা প্রায় বিপর্যস্ত। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে গ্রামাঞ্চলের রেশনে চাল মেলেনি। বর্তমান সপ্তাহে ৩০০ গ্রাম করে চাল বরাদ্দ হলেও তা দিয়ে বুভুক্ষা মেটার আশা কম। তুলনায় শহরগুলির রেশন ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। সেখানে চাল, গম, রেপসীড সবকিছুই দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাল্লা দিয়ে চলেছে বৃষ্টি। শনিবার সকাল থেকে সর্বত্র ব্যাপক-ভাবে বৃষ্টিপাত পূজার আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে। কচি-কাচার মুখেও হাসি নেই। নেই পটকার মুহুর্মুহু কান ফাটানো শব্দ। শহরাঞ্চলে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে লোডসেডিং-এর প্রকোপও বেড়েছে অস্বাভাবিক মাত্রায়। তাই বেশীর ভাগ পূজো মণ্ডপেই জেনারেটরের বাড়তি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এবারে জঙ্গিপুর মহকুমায় দুর্গাপূজোর সংখ্যা গত বছরের চেয়ে বাড়েনি। রঘুনাথগঞ্জ শহরে দু'একটি ছাড়া চাঁদা আদায়ের তেমন কোন জুলুমের ঘটনাও ঘটেনি। এবারের পূজো উপলক্ষে কোথাও তেমন কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। রঘুনাথগঞ্জ শহর থেকে এবারে স্থানীয় পত্রিকাগুলি কয়েকটি শারদ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' গোষ্ঠীর শারদ-সংকলন বেরিয়েছে এ বছরও। এ ছাড়াও ওই গোষ্ঠী প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য সংকলন 'অনঘ'-এর অক্টোবর সংখ্যাটি পাঠকদের হাতে শারদ উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবারেও বিজয়া দশমীর পর দিনই মুসলিমদের মহরম পর্ব। পুলিশ প্রশাসন তাই এখন থেকেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দশমীর রাত্রেই যাতে সমস্ত প্রতিমা বিসর্জন করে দেওয়া হয় তার জন্য পূজো কমিটিগুলিকে অনুরোধ জানাবে পুলিশ। তবে পেটকাটির ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হবে। পুলিশ মহলে অবশ্য এ নিয়ে তেমন কোন আশঙ্কা নেই।

রঘুনাথগঞ্জে 'যজ্ঞ রথ'কে স্বাগত জানাবেন ২০ হাজার মানুষ

বিশেষ সংবাদদাতা : পবিত্র পরশুরাম কুণ্ডের জলবাহী পরশুরাম রথটি ১১ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জে পৌছুলে তাকে ব্যাপকভাবে স্বাগত জানাতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভারতবর্ষ ব্যাপী যে বিশাল 'একাত্মতা যজ্ঞ যাত্রা'-র আয়োজন করেছেন তারই অঙ্গ হিসেবে যন্ত্রচালিত এই রথটি উত্তর-বঙ্গের ৩টি জেলা ঘুরে মুরশিদাবাদ আসবে। এই জেলায় ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ, বহরমপুর এবং কান্দীতে রথটির যাত্রা বিরতি ঘটবে। সর্বত্রই রথটিকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে প্রস্তুতি চালানো হচ্ছে। শনিবার রঘুনাথগঞ্জে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাংগঠনিক সম্পাদক অবনীকুমার ভঞ্জ এক সাংবাদিক বৈঠকে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন। অবনীবাবু জানান, সারা দেশে ৮৯টি রথ ৩ লক্ষ গ্রাম ও শহরের মধ্য দিয়ে প্রায় ৫০ হাজার কিমি পথ পরিক্রমণ করবে। প্রতি ২৫ কিমি অন্তর (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মোটর সাইকেল ছিনতাই মিনি বাস থানায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩৪ নং জাতীয় সড়কের কাঁকুড়িয়া সীড ফার্মের কাছে বৃহস্পতিবার সাঁঝরাতে ফের একটি মোটর সাইকেল ছিনতাই হয়েছে। আরোহী যুবককে মারধোর করে দুর্বৃত্তরা মোটর সাইকেলটি নিয়ে পালিয়ে যায়। রঘুনাথগঞ্জে একটি ফুটবল টুর্ণামেন্টে অংশ নিয়ে বহরমপুর ফেরার পথে সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে। এই নিয়ে ওই এলাকায় একাধিক ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটল। প্রতিটি ঘটনায় ঘটেছে সন্ধ্যে রাতে। এ পর্যন্ত একটিরই কিনরা করতে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাথমিকের ক্লাস বসছে গাছতলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্কুল নির্মাণের জন্য টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও সাগরদীঘির বালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস বসছে গাছতলায়। বর্ষায় নিত্যদিন বৃষ্টিতে স্কুল মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্কুলের ৪ শিক্ষক এভাবে শিক্ষকতা করতে করতে নাজেহাল। জানা গেছে, গ্রামবাসীরা স্কুল গড়ার জন্য এক হাজার টাকা প্রায় ১০ বছর আগে পূর্ত বিভাগে জমা দেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ৯৯০০ টাকায় ওই স্কুল ঘর নির্মাণের জন্য টেণ্ডার ডাকা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি ঠিকাদার না মেলায় নাকি কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে শিক্ষকেরা নিজেদের উদ্যোগে কিছু টাকা পয়সা খরচ করে ঘর তৈরীতে হাত দেন। ৩০ বস্তা সিমেন্টও মেলে। সে সিমেন্টের কোন হিসাব পত্তর এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। পঞ্চায়েতের ঘরেও স্কুল বাড়ি গড়ার জন্য কয়েকশো টাকা ও চাল মজুত রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তবু এ পর্যন্ত কাজ শুরু না হওয়ায় গ্রামবাসীরা হতবাক। শিক্ষক এবং ছাত্ররাও এ সব কাণ্ডকারখানায় তিতিবিরক্ত। সমস্ত বিষয়টি বহরমপুর জেলা স্কুল বোর্ডে জানিয়েও কোন ফল না মেলায় দিন দিন তাদের ভোগান্তি বেড়ে চলেছে। এ নিয়ে অভিভাবক মহলেও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

ধুলিয়ানে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান শহরে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা অবশেষে কার্যকরী হতে চলেছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে খবর মিলেছে। ১৬ একর জমির উপর এই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৩ কোটি টাকা। ১১ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এটির শিলান্যাস করা হবে। ওই অনুষ্ঠানে একজন বিদেশী রাষ্ট্রদূত প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা।

বহরমপুরে মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল

কৃষি সংবাদদাতা : আমাদের জেলার চাষীদের বহু প্রত্যাশিত মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র বহরমপুরে স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে অতি সহজেই এবং অল্প সময়ের মধ্যে জেলার চাষীদের জমির মাটির নমুনা পরীক্ষা করে ফলাফল জানানো সম্ভব হবে এবং চাষীরা সেই ফলাফলের ভিত্তিতে তাঁদের জমির লবণাক্ত বা ক্ষারত্ব সংশোধন করতে পারবেন, সুষম সার প্রয়োগ করতে পারবেন এবং উদ্ভিদের প্রধান তিনটি খাদ্য উপাদান (এন, পি, কে)-এর কোনটির ঘাটতি থাকলে তা সহজেই দূর করতে পারবেন সেই খাদ্য উপাদান পরিমাণ মত প্রয়োগ করে। জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিক জেলার সমস্ত ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকদের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে নিয়মিত প্রয়োজনীয় মাটি সরবরাহ করে মাটি পরীক্ষা কেন্দ্রটি চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। অক্টোবর থেকে কেন্দ্রটি কাজ শুরু করবে বলে জানা গেছে। কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক এবং অন্যান্য কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের কাছ থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি সঠিকভাবে জেনে নিয়ে জমির মাটির নমুনা পাঠালে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে এবং পরোক্ষভাবে ফসলের উৎপাদন বাড়বে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৯০ সাল

শারদীয় দুর্গোৎসব

স্মরণাতীত অতীতে প্রসুপ্তা মহাশক্তির অকালবোধন ঘট ইয়া শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে; শিব শক্তিসাধক বাঙালী হিন্দু অকালবোধনে শারদীয়া দুর্গাপূজাকেই তাহার শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ এই পূজা আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙালী চিত্তকে কেন যে এত আলোড়িত করে, আর কেনই বা পূজার কয়েকটি দিনকে বৎসরের শ্রেষ্ঠ শুভদিন হিসাবে গ্রহণ করিবার মানসিকতা—তাহার কারণ অন্যত্র নিহিত।

আর্য আগমনের প্রাক্ যুগে তৎকালীন বঙ্গদেশবাসী মাতৃতন্ত্রিক ছিল। যুগের প্রহরমানতায় তাহার মাতৃপ্রাধান্যের ধারা আজিও এক ঐতিহ্যসূত্রী হইয়া রহিয়াছে। তাই দেবী দুর্গার মধ্য দিয়া সে একদিকে যেমন মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ করুণার সন্ধান পাইয়াছে, অপরদিকে তেমনি পূজার চতুর্থ দিনে দেবীর প্রস্থানে স্নেহলালিতা কন্যার শ্বশুরালয়ে গমনে বেদনাবিধুর বিরহরসপরিপ্লুত হইয়াছে। উভয় পরিপ্রেক্ষিত যেন স্নেহবৎসল্যের সংস্রধারায় উৎসারিত এক পবিত্র পরিমণ্ডল। সর্বসিদ্ধিদায়িনী দেবীর নিকট সন্তানরূপে বাঙালীচিত্ত সরলপ্রাণে নির্দ্বিধায় যাহা চাহিবার চাহিয়াছে। ভক্ত চাহিয়াছে ঈশ্বরীমাতার যোগ্য সন্তানরূপ লাভ করিতে।

দেবীর সন্তান হইতে গেলে আসুর ভাব ত্যাগ করিতে হইবে, আনিতে হইবে দেবভাব। আসুর ভাবের প্রাধান্যে দেবভাবসমূহ মানসলোকে 'স্বর্গান্নিরাকৃতাঃসর্বে'। জাগতিক দম্ভ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবসমূহ জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। সাধকের নিয়ন্ত্রিত চিত্তবৃত্তি যেন 'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্/একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা'—সেই বিরুদ্ধভাবসমূহ অর্থাৎ বিঘ্নরূপ দানবকুল বধ করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলিত করে। মনের বিরুদ্ধভাবগুলি সেই সব অসুর এবং নিয়ন্ত্রিত চিত্তবৃত্তিকে লব্ধ প্রবল আত্মিক শক্তি সেই মহাশক্তি যাঁহার জাগরণ হৃদয়ের ঐকান্তিকতায় নিষ্ঠায় ও আত্মসমর্পণে।

ইহা শক্তিসাধনার গূঢ়তত্ত্ব। বাঙালী হিন্দুর প্রাণমন মাকে ডাকে, কন্যার রূপ দেখে। যে যেমনই ডাকুক, যে যেমনই দেখুক, সবই তন্ময়তাময় এবং ভাবাবেগপ্লুত।

লোকায়ত মহাপূজা

ঠাকুরদাস শর্ম্মা

মহাপূজা দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর বড় আদরের। এই মহাপূজার শাস্ত্রীয় আখ্যান বলে—মেধস ঋষি ভাগ্যাহত সমাধি বৈশ্য ও মহারাজ সুরথকে আপন ভাগ্য জয় করে সৌভাগ্য লাভের পন্থা হিসাবে মহাপূজার শক্তি আরাধনার উপদেশ দেন। সেই আখ্যান 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' নামে খ্যাত। কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীতে শক্তিরূপিণী মহাদেবীর ত্রিরূপা কল্পিত। এই তিন দেবী মূর্ত্তি মহাপদ্মস্থিতা, নানা অস্ত্রধারিণী। প্রথম অধ্যায়ে দেবী নিদ্রাভিভূত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নেত্রবাসিনী মহাকালি। তিনি দশভুজা। দশহস্তে বিবিধ আয়ুধ। মহান্ধকারে নিমজ্জিত ধরিত্রী প্রকম্পিত করে সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মার নিধনে অর্থাৎ সৃষ্টি ধ্বংসে মধুকৈটভ অসুরদ্বয় যখন উদ্যত তখন তিনি আবির্ভূতা হয়ে ধ্বংস করলেন মধুকৈটভরূপী অশুভ শক্তিকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাপদ্মস্থিত দেবী অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মী। ইনি সিংহবাহিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী। শক্তিহীন দেবতারা যখন অশুভ মহাশক্তিধর মহিষাসুরের শক্তিমত্তায় ভীত ত্রস্ত তখনই এই মহাশক্তিময়ী দেবী আবির্ভূতা হয়ে ধ্বংস করলেন সেই অশুভ শক্তিকে। পুনরায় বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হলো শুভশক্তির রাজ্য। তৃতীয় অধ্যায়ে সেই দেবী অষ্টভূজা মহাসরস্বতী। তিনি শুম্ভনিশুম্ভরূপী অশুভ শক্তির নাশকারিণী। কিন্তু আধুনিককালে যে মহাপূজা দুর্গাপূজা রূপে বাঙ্গলায় প্রচলিত সেই পূজায় দেবী দশভুজা, তপ্তকাঞ্চন বর্ণা, দশপ্রহরণধারিণী, মহিষ সুরমর্দ্দিনী। বাঙ্গলায় লোকায়ত রূপান্তরে এই দেবীর শক্তিরূপিণী রূপে পূজার অপেক্ষা তাঁর স্নেহময়ী রূপটিই অধিক প্রকটিত। বাঙ্গলায় দেবী মহাদেব ঘরনী পতিগৃহ বাসিনী প্রবাসী কন্যা। সপরিবার পুত্র-কন্যাসহ তাঁর কয়েক দিনের পিতৃগৃহে আগমনে ও পতিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আনন্দ ও বিষাদে বাঙ্গালীর মন ভরপুর। প্রত্যাগমনে বিদায়ক্ষণের বিষাদও কিন্তু মধুময় 'পুনরাগমনায়চ' আহবানে। তাঁর আগমনে পুত্র-কন্যাসহ দেবীর বাহনেরা অর্থাৎ পশুপাখীরাও আনন্দে দেবীর সহচরা। দেবীর পদতলে সিংহ, কণ্ঠে ও হস্তে বিষধর সর্প। সরস্বতীর আগমনে নদী কল্লোলে মহানন্দ কল্লোলিত, কমল প্রস্ফুটিত, রাজহংস উল্লসিত। লক্ষ্মীর আগমনে পেচককুল আনন্দে উল্লসিত। কার্ত্তিকেয় সন্দর্শনে ময়ূর-ময়ূরী নৃত্যরত। এমনকি যে খল মূষিক কুল তারাও গণেশের সাহচর্য্যে আনন্দে বিহ্বল হয়ে সেই মহানন্দের সাথে একীভূত। বৃক্ষলতাদি ফুলপল্লবে সজ্জিত হয়ে জানায় গৃহাগত কন্যাকে সাদর সম্ভাষণ। তাই স্নেহের কন্যার আগমনের প্রাক্ মুহূর্ত্তে বাঙ্গালী মায়ের মন উদাস হয়ে উঠে। ধ্বনিত হয় রণিত হয় সুর। 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী।' বা 'স্বপন দেখেছি আমি উমা আমার বড় কেঁদেছে।' আবার তাঁর বিদায়ক্ষণে বাঙ্গালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—'মাগো আবার আসিস ফিরে। বরষার শেষে শারদ আবেশে আবার আসিস ফিরে।' বাঙ্গালীর এই দেবী পূজার মধ্যে শাস্ত্রীয় শক্তি আরাধনার রূপটি কবে হারিয়ে গিয়ে লোকায়ত প্রেম-প্রীতি স্নেহ মায়ায় ভরা সুখী গৃহকোণের পতিগৃহ প্রবাসী কন্যার গৃহে প্রত্যাগমনের রূপটি প্রকটিত হয়েছে সেটুকু নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। বাঙ্গালী তার স্নেহ মমতায় ভরা মনের রং-এ শক্তিপূজার ধারাকে বাড়িয়ে দিয়ে এক নূতন লোকায়ত পূজার সৃষ্টি করেছে। যার ফলে এই পূজা বাঙ্গালীর কাছে এত প্রিয় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

দনুজ দলনী জাগো

শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

দৈত্য দানব আজো
কাম ক্রোধ অসুরেরা
অঘটন ঘটিয়সি,
শুম্ভ রুরুর মত

ভেজালে ভরেছে দেশ
সবেতে আজকে খাদ
অর্থ পিশাচ হয়ে
অফিসে অফিসে আজ
লোডসেডিং লেগে আছে
জ্বলেনা ঘরেতে বাতি

গণিখানের সাধ
টিটিবাবু ভ্রাইভার
ত্যাগে কেবা আছি শুচি
স্বার্থ নাগের শত
জাগো জাগো রুদ্রাণী
সমাজের এই গ্লানি

অক্ষত দুর্গে
বসেছে আসন পেতে
ওগো মায়া পটিয়সি
সারাটি ভারত ব্যেপে

কিছু নেই শুদ্ধ
ঘৃত খেতে বিস্বাদ
দীনের রক্ত চুষি
ঘুষ ছাড়া নেই কাজ
চপলা তাইনা নাচে
আঁধারে কাটে রাতি

করে সব গড়বাদ
তাদের কি কারবার
ভোগেতে সবার রুচি
বিষমাখা নিঃশ্বাসে
দনুজ দলনী মাগো
নাশ দশ গ্রহণিী

দিকে দিকে বিচরে অলক্ষে;
আমাদের সকলের বক্ষে।
ভুলে গেছি তোমার তত্ত্ব
নারী ধর্ষণে মোরা মত্ত

দুর্গমের পড়েছে বা দৃষ্টি
তেলে কত খেল অনাসৃষ্টি।
সুদক্ষ সুদক্ষযা অঙ্কে
নিখিলের বুকভরা পঙ্কে।
তস্কর তার করে ছিন্ন
কালোই সমাজ আজ ক্লিন্ন

তাঁরই যত চেলা ও চামুণ্ডা
টাকা মাখে আণ্ডার গণ্ডা।
কেনা নিই অসাধুর বৃত্তি
কলুষিত এ ভারত মৃত্তি।
রঙ্গিনী এস নব রঙ্গে
দূর কর পলকে ভ্রূভঙ্গে।

মহকুমা সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ, ৩ অক্টোবর—জঙ্গিপুর মহকুমা শাখার 'নখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির একাদশ-দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত ১ এবং ২ অক্টোবর ছাবঘাটি ক্ষুদিরাম দাস বিদ্যালয়ে। মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রায় দু'শোর কাছাকাছি প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে লালবাগে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে সংবাদে জানা গেছে।

হরিজনদের বস্ত্র বিতরণ

ধুলিয়ান : গত ২ অক্টোবর স্থানীয় পুর হলে ধুলিয়ান শাখা লায়নস্ ক্লাবের পক্ষ থেকে হরিজনদের মধ্যে ৩০ খানা বস্ত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাবের সভাপতি কালীকুমার গুপ্ত এবং যুগ্ম সম্পাদক বিজয়কুমার জৈন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগুপ্ত তাঁর ভাষণে ধুলিয়ান অরঙ্গাবাদের মতো মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জেও লায়নস্ ক্লাবের একটা শাখা স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন।

শোক সংবাদ

জঙ্গিপুর : গত ৩ অক্টোবর বিকেলে স্থানীয় ডাঃ নলীগোপাল পাল (৮৫) নিজের বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গত ৪ অক্টোবর জঙ্গিপুর কলেজ বন্ধ রাখা হয়। তিনি দীর্ঘদিন জঙ্গিপুর কলেজের অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র ও চার কন্যা রেখে গেছেন।

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAY/ WBSEB, Government and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender paper for each work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 11. 10. 83 to 31. 10. 83 from 9 00 hrs. to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No	Name of work	Estimated cost/ Completion period (in lakhs)	E. M. D/ Cost of paper (in Rs.)	Date & time of opening
1.	Construction of Scooter & Cycle Shed & Car Garrage at plant site of FSTPP. NIT No.—FS : 42 : CS : 198/T-67/83	1 50 4 months	3,000/50	1. 11. 83 at 11 A. M.
2.	Construction of Boundary Wall (Phase-III) on northern Boundary of FSTPP. Plant site. NIT No. FS : 42 : CS : 197/T 68/83.	11·00 7 months	22,000/100	1. 11. 83 at 11 A. M
3.	Civil works & internal & external electrification of M G. R. workshop complex of FSTPP NIT No. FS : 42 : CS : 166/T-69/83.	5.3 00 12 months	50,000/100	7. 11. 83 at 11 A. M.
4.	Ventilation system for stack of Chimney at plant site of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 199/T-70/83.	2·50	5,000/50	2. 11. 83 at 11 A. M.
5.	Construction of road in Coal Handling Plant & drainage at plant area of FSTPP. NIT No.— FS : 42 : CS : 191/T-71/83.	12·00 6 months	24,000/100	2. 11. 83 at 3 P. M.
6.	External electrification of C. I. S. F. complex (H T, Distribution network) near ty. township of FSTPP. NIT No FS : 42 : CS : 511/T-72/83.	1·20 6 months	2,400/50	7. 11. 83 at 3 P. M.
7.	External electrification of C. I. S. F. complex (LT distribution network) near ty. township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 510/T-73/83.	5·00 6 months	10,000/50	7. 11. 83 at 3 P. M.
8.	Internal electrification of C I. S. F. Qtrs. (104 nos.) near ty. township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 512/T 74/83.	4·00 6 months	8,000/50	7. 11. 83 at 3 P. M.
9.	Administrative Complex at permanent township : (Administrative Building, Bank & Post Office) General Civil Sanitary, Water Supply Drainage & electrification work. NIT No. FS : 42 : CS : 235/T 75/83.	20·00 12 months	40,000/100	2. 11. 83 at 11 A. M.
10.	Construction of Boundary Wall around the permanent accommodation of CISF complex near ty. township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 513/1-76/83	3·50 6 months	7,000/50	1 11. 83 at 3 P. M.
11.	Construction of road for C. W. system (Part III) at plant area. NIT No. FS : 42 : CS : 200/T 77/83.	7·00 6 months	14,000/100	2. 11. 83 at 3 P. M.
12.	Soil investigation work at plant site & permanent township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 396/T-78/83	0.4 2 months	800/25	2. 11 83 at 3 P M.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders.
2. For Sl. Nos. 6, 7 & 8 Electrical contractors Licence & Electrical Supervisor's certificate.
3. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions.
4. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of.....enclosed should be clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
P.O. Nabarun, Dt. Murshidabad : West Bengal

রঘুনাথগঞ্জে যজ্ঞ রথ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রথগুলির যাত্রা বিরতি ঘটবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় হিন্দুধর্ম সম্পর্কীয় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। তিনি জানান, রথের আগমন উপলক্ষে ম্যাকেঞ্জি ময়দানে ৩ দিন ব্যাপী হিন্দু-ধর্ম মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলার শুরু ৯ নভেম্বর বিকেলে। আশা করা হচ্ছে, ওই মেলায় ২০ হাজার হিন্দু ধর্মপ্রাণ মানুষ যোগ দেবেন। এই মেলার 'কার্য্যক্রম প্রভু'র দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্ত মুখার্জি। চিত্তবাবু জানান, মেসার্স বুকষ্টল, ঐতিহাসিক ও তীর্থ-ক্ষেত্রসমূহের চিত্র প্রদর্শনী ছাড়াও বিভিন্ন দিনে নানা ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯ নভেম্বর রাত্রে 'আনন্দমঠ' যাত্রাভিনয়, ১০ নভেম্বর প্রভাতফেরী, ক্রীড়া প্রদর্শনী, নগর সংকীর্তন এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন রাত্রে এবং পর দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসব প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু করা হবে। বিশ্বের কল্যাণ কামনায় অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞগুলির নাম দেওয়া হয়েছে রুদ্র যজ্ঞ, গীতা যজ্ঞ এবং চণ্ডী যজ্ঞ। ১০ নভেম্বর ধর্মসভায় পরিষদের সভাপতি ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী এবং স্বামী চিন্ময়ানন্দজী প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। শ্রীমুখার্জী জানান, পরশুরাম রথটি রঘুনাথগঞ্জ পৌঁছুবে ১১ নভেম্বর দুপুর সাড়ে ১২ টায়। ২ ঘণ্টা বিরতির পর বহরমপুরের পথে রওনা দেবে আড়াইটা নাগাদ। রথের পিছনে একটি পবিত্র জলের ট্যাঙ্ক থাকবে। স্থানীয় হিন্দু নর নারীরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে পবিত্র জল এনে ওই ট্যাঙ্কে ঢালবেন এবং পরে মিশ্রিত জল ট্যাপের মাধ্যমে কলসী ভরে গ্রামে নিয়ে যাবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থানের সেই পবিত্র জল নিয়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। রঘুনাথগঞ্জের এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সুতী-১, রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২ এবং সাগরদীঘি ব্লকের মানুষেরা যোগ দেবেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১০টি সাব-কমিটি গড়া হয়েছে। কমিটি হয়েছে অঞ্চল এবং গ্রাম পর্যায়েও। সমস্ত হিন্দু ধর্মপ্রাণ মানুষকে অনুষ্ঠান সফল করে তুলতে সাধ্যমত সহযোগিতা ও আর্থিক সাহায্যের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ছিনতাই মিনিবাস থানায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। অভিযোগ, পুলিশ ঠিকমত গুরুত্ব না দেওয়ায় ওই এলাকায় দুর্বৃত্তরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। হাইওয়ে পেট্রল বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে আঁতাতের কথাও শোনা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মোটর সাইকেল ছিনতাই এর ঘটনাটিকেও রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ প্রথমটায় আমল দেয়নি বলে অভিযোগ এসেছে। এদিকে ফরাক্কার কাছে কিছু যাত্রীসহ একটি মিনি বাস ছিনতাই হওয়া নিয়ে যে গুজব রটেছে মহকুমা পুলিশ অফিসার সত্যরঞ্জন দাস তা অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, একটি হোমগার্ডকে ধাক্কা মারায় ড্রাইভার সমেত বাসটিকে ফরাক্কা থানায় আটক করে রাখা হয়েছে।

হোমগার্ড প্রহৃত ঃ সাগরদীঘির মোরগ্রামে সি পি এম কর্মীদের হাতে দু'জন হোমগার্ড প্রহৃত হয়েছেন। একজনকে গুরুতর অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, মোরগ্রাম অঞ্চল অফিসে একদল সি পি এম কর্মী ডেপুটেশন দিতে এলে হোমগার্ডদের সঙ্গে তাদের বচসা হয় এবং দু'জন হোমগার্ড প্রহৃত হন। গোলমালের আশঙ্কায় সাগরদীঘি থানা থেকে অঞ্চল অফিসে হোমগার্ডদের মোতায়েন রাখা হয়েছিল। এ সম্পর্কে সাগরদীঘি থানায় একটি কেস রুজু করা হয়েছে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

কর্মখালি

হোমিওপ্যাথি ঔষধের দোকানে সেলস্ কাউন্টারের জন্য মেয়ে প্রয়োজন। ন্যূনতম যোগ্যতা এস, এফ। বেতনের অতিরিক্ত খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা আছে।

মেসার্স নিউ লাইফ হোমিও ক্লিনিক
প্রোঃ শ্রীভাগচাঁদ জৈন
জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

বিশেষ সুযোগ
শারদীয় উৎসবে পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফোটাতে
'ষ্টীল ফার্ণিচার' দিয়ে ঘর সাজান।
১লা অক্টোবর থেকে দেওয়ালী পর্য্যন্ত সমস্ত ষ্টীল ফার্ণিচারে
শতকরা ৫% রিবেট দেওয়া হচ্ছে।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন ঃ ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।